A.G

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

07.04.20

পৃ - ১

১৭৬৬ শকের চৈত্র মাসে (আগস্ট ১৮৪৩) অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। আসলে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র সদস্যদের মুখ চেয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। 'পরব্রহ্মের অনুশীলন'-এর পাশাপাশি কুসংস্কার থেকে নিবৃত্ত করে মানুষকে পরিশুদ্ধ করে তোলা ছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র অন্যতম উদ্দেশ্য। পত্রিকায় যেন লেখা প্রকাশিত হয় তার ঠিক করার জন্য পাঁচজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৭৬৬ শকের চৈত্র সংখ্যা থেকে ধর্ম ও তত্ত্বমূলক আলোচনার পাশাপাশি, এই পত্রিকায় ধীরে ধীরে স্থান পেতে শুরু করে সামাজিক নানা সমস্যা, বিজ্ঞানের বিচিত্র জগৎ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের বিবরণ, প্রাচীন হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা, হিন্দু কালের শিক্ষা প্রণালী, কলকাতার হালচাল, মেয়েদের ও বাঙালি যুবকদের অবস্থা নিয়ে নানা রচনা প্রকাশ। দেবেন্দ্রনাথ ছাড়াও পাশাপাশি তাঁর এত সাধের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র একাধিক সংখ্যা ধর্ম ও তত্ত্বমূলক কোন লেখা ছাড়াই প্রকাশিত হবে। পত্রিকা প্রকাশের সময় দেবেন্দ্রনাথ কি জানতেন যে এই পত্রিকায় বেরোবে 'জড় ও জড়ের গুণ' বিষয়ক (বস্তুজগৎ সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' নিয়ে ধারাবাহিক লেখা। অক্ষয়কুমারকে নিজের মতে করে গড়ে তোলার জন্যেই চেষ্টার করে তিনি ব্যর্থ হন।

অবশ্য করার তাঁর কিছুই ছিল না। কেননা অক্ষয়কুমারের সম্পাদনা গুণে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ততদিনে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে একটি আসন করে নিয়েছে। সংলাপ বাদে যে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুগম্ভীর, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করে

সাল, তা আদিব্রাহ্মসমাজের আগে কেউ কল্পনাও করেননি। এই পত্রিকা তখন বিভিন্ন সংবাদের [illegible] বিষয়বস্তু করে তুলেছিল জীবন সমাজ, আদিব্রাহ্মসমাজ, বিদ্যাসমাজ, মোহনলাল, রামনারায়ণ — এঁদের নাম এই চার সাধু সাধনী — মেধাবী সমাবেশ ঘটেছিল এই পত্রিকায়। বিষয় বৈচিত্র্য, ভাষার মাধুর্য, বিচারের গভীরতা — সবকিছু মিলিয়ে তত্ত্ববোধিনী পাঠকদের মন জয় করে নিল, কালক্রমে মেধাবী পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেল সাড়ে সাতশোয়। অবশ্যই এই সাফল্যের জন্য একদিকে যেমন আদিব্রাহ্মসমাজের চেতনা বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র অন্যান্য দায়িত্ব যেমন বেড়ে হয় তাঁদের অত্যধিক। পত্রিকার এই শ্রীবৃদ্ধি দেখে দেবেন্দ্রনাথ আনন্দিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে আনন্দ ছিল বিষাদমিশ্রিত। কারণ তিনি [illegible] চেয়েছিলেন পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্মের উপলব্ধির আনন্দ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। তাঁর উদ্দেশ্য পুরোপুরি সিদ্ধ হল না আদিব্রাহ্মসমাজ দত্ত ও অক্ষয়কুমার প্রমুখদের জন্য।

কারণ আদিব্রাহ্মসমাজ সনাতনী পদ্ধতিতে প্রমুখদের মতামত নিয়ে কাজ করে চলতে পারেন পত্রিকাদির। যেখানে দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-আত্মার তেমন মূল্য ছিল না, রামনারায়ণ বসুর

রবি লেখা দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় প্রকাশ করতে চাইলেও, অক্ষয়কুমার ও প্রসন্নকুমার অক্ষয়ীয় মনোভাবের জন্য তা সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত দুজনের ব্যক্তিত্বের সংঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে পদত্যাগ করে অক্ষয়কুমারকে সরে যেতে হয়। অক্ষয়কুমার সরে গেলেও, তাঁর হাতে পত্রিকার বিভাগ সম্পাদনার দায় স্বীকার করতে বাধ্য হয় ব্রাহ্মসমাজ।

অক্ষয়কুমারের পর রবি ধর্ম ও তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় পুরোপুরি মগ্ন হয়ে পড়ে। ১৯৯৯ সালের পরবর্তী পর্যায় পত্রিকার পৃষ্ঠা গৌরব হারিয়ে যেতে থাকে। বিষয় বৈচিত্র্য খুব কম, দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আর পরিবর্তন, দেখার চেয়ে পরধর্ম অসহিষ্ণুতা। এই সব কারণে কমতে থাকে গ্রাহক সংখ্যা। এর কারণ ছাড়াও মধ্যে ব্রাহ্মসমাজেও শুরু হয় দলাদলি। ১৮৭৮-এর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পরিণত হয় আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে রবি। কেশবচন্দ্র সেনের আক্রমণ করে প্রকাশিত হতে থাকে রবের পর রব লেখা। শুধু তাই নয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও তার মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'-র সঙ্গে সমানুপাতে বাড়তে থাকে রবি। অসাংগঠনিক ও বিরক্তিকর সাহিত্য প্রচারের প্রথমতর দেখা দেয় পত্রিকাটির মধ্যে। পত্রিকাটি ঘোষণা করে 'আর্য-ধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।'

আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়ও আমার ভালোবাসা সুন্দর করে পত্রিকাটি। অগ্রজ কবিদের আসরে পত্রিকাটি সমাজ-সংস্কারের আয়ুধ ছিল। পরবর্তীকালে এর প্রধান সংস্কার ধর্মের বিরোধী হয় তার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।

এই পত্রিকাটি বরাবর বিরোধিতা করেছে স্ত্রী স্বাধীনতার। তাই এর পত্রিকাটি মনে করত, স্ত্রী শিক্ষা প্রসঙ্গের পরিপন্থিও হওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে মেয়েরা 'সুগৃহিণী ও সুমাতা' হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষ মেয়েদের পড়াশোনা করার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। কারণ এর মতে 'আমাদের জাতি ক্রমশঃ দয়া-মমতা শূন্য ও কর্কশ হইয়া উঠিবে।' মেয়েদের বিষয়ে হয়ত সঠিক পত্রিকাটি। যেমন বিধবা বিবাহ নয়, জাতিভেদ প্রথার সমর্থন পত্রিকাটি বারবার করত, বিধবাটি বিয়ে অন্য পরিবার মানে অনুযায়ী চড়িয়েও পাড়ে। আবার স্বদেশানুরাগে 'স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রধান উপায়' মনে করত পত্রিকাটি, বাস্তবিক প্রজাপতি বিষয়ে ছিল না পত্রিকাটি। সাহিত্যের প্রতি বিদ্যার্থী মহেন্দ্র ও নীরস তাত্ত্বিক বিষয়ে অগ্রসর সাধারণ কাজে পত্রিকাটির প্রচার যোগাতে এক সময়ে উঠানিতে শেষ হোল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ বিষয় হোল ১৮৯৮ সাল) দেবেন্দ্রনাথের পর এক পত্রিকাটির সম্পাদনার পরিচালনার জন্য এর উদ্দেশ্যগুলি সম্পূর্ণ নতুন করে সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। দেবেন্দ্রনাথের 'শেষ উপদেশ' প্রকাশিত হবার পরও পত্রিকাটির কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। কেবল কাব্যের বইয়ের এইজন্য কর্মসূচির

পুরোনো সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী'-তে ফিরিয়ে আনার জন্য যে মানুষটি সচেষ্ট হলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। ১৮৩৩ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর কিছুদিন ধর্ম ও তত্ত্বের চেয়ে সাহিত্যই পত্রিকাটির স্থান গ্রহণ করল। কয়েকমাস পরে সহকারী নিযুক্ত করলেন অক্ষয়কুমার চক্রবর্তীকে, পরের বছর পত্রিকাটি যখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে, তখন ধর্ম ও তত্ত্বচর্চার সঙ্গে সেখানে যুক্ত করলেন তিনি। সাহিত্য, শিল্প, সাময়িক প্রসঙ্গ পাশাপাশি প্রকাশিত হতে লাগল রবীন্দ্রনাথের অবশ্য অভিজ্ঞতাপূর্ণ ভ্রমণ ও কবিতা। তাঁর আলোচনা ব্রাহ্মসমাজের ভেতরে অনুষ্ঠানের অবিচার, হিন্দু-ব্রাহ্ম ইত্যাদি বিতর্কিত যে সব প্রসঙ্গ আছে, সেগুলিকে বিশুদ্ধ ভাবে পরিষ্কার প্রকাশ করতে লাগলেন তিনি। আমি-কিশোর নিবেদন, আত্মার [illegible] মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির আগমন থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে ইয়োরোপের মত-অবিচ্ছেদ্য সূচনা হতে থাকে। ধর্ম ও তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ পত্রিকাকে এক সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে, বৃহত্তর পরিমণ্ডলে স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। ফিরিয়ে আনেন তার পূর্ব গৌরব। কিন্তু ১৮৩৩ সালের পর তিনি সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পর সম্পাদক হন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সহকারী হন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৮৪৪ [illegible] থেকে পত্রিকাটি যৌথভাবে চালান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায়। এই সময় থেকে পত্রিকাটির [illegible] চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন ব্রাহ্মসামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবরণ নিয়মিত ছাপা হতে থাকে, ছোটগল্প থাকে কবিতা, পুস্তক পর্যালোচনা থাকে সংবাদ, খাদ্য মাস ধর্ম ও তত্ত্বমূলক রচনার সংখ্যা। ১৮৫৪ সালের ইচ্ছে মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। শেষ বছরের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়